দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

22 শে আষাঢ় ১৩৯৪ বং

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষক হচ্ছেন দেশ গড়ার কারিগর। তারা আদর্শ পেশাতে নিয়োজিত। এ কথাগুলো একান্তভাবে সত্য। এ সত্যগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। যেমনিভাবে অস্বীকার করা যায় না, শিক্ষকের দৈনন্দিন চাহিদার কথা আর অন্যান্য সকলের মত আদর্শ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতায় নিয়োজিত যারা তাদের সামাজিক মর্যাদা কতটুকু? বস্তুবাদী সমাজে মানুষ সে কাজেই উদ্বুদ্ধ হয়, যে কাজে অর্থ ও সম্মান উভয়ই রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকের এ দু'টোর কোনটাই নেই। প্রচলিত একটি কথা আছে, "পেটে দিলে পিঠে সয়"। শিক্ষক এ সমাজেরই মানুষ। শিক্ষকতা মহান পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করলেই শিক্ষকেরা 'মহৎ' হয়ে যান না। এ মহান পেশায় যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন, তারা কেউ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-শোকের উর্ধ্বে নন। প্রাইভেট টিউশনি করলে— মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় ও ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত আসে। তবুও শিক্ষক প্রাইভেট পড়াতে চান কেন? এই কেন— জবাবটির আজও কেউ সুষ্ঠু সমাধান দেননি। দেয়নি বৃটিশ সরকার দেয়নি অতীতের সরকারগুলো। ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা ছিল— প্রভুত্ব কায়েম ও কেরানী তৈরী করা। ইংরেজগণ এদেশ ছেড়ে চলে গেছে সত্য, কিন্তু ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা আজও চালু রয়ে গেছে। এ শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দাসত্ব মনোবৃত্তি, হীনমন্যতাবোধ ও প্রভুত্ব সৃষ্টি করেছে আমাদের জাতীয় কর্মকাণ্ডে। সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ তৎপর হয়েছেন। আমাদের দেশে শতকরা ২৩ জন মাত্র শিক্ষিত। আর বাকী শতকরা ৭৭ জন নিরক্ষর। এত নিরক্ষর ও অশিক্ষিত রেখে দেশের কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়।

নিরক্ষরতা একটি জাতীয় অভিশাপ এবং তা জনগণকে স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি ও স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারীকরণ হলেই শিক্ষকের বেতনের ব্যয়ভার ও স্কুলগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যাশিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধান আর হয় না। অনেক বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের বসার আসবাবপত্র ও বিদ্যাশিক্ষা দেয়ার সরঞ্জামাদির সুব্যবস্থা নেই। শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বহু পূর্ব থেকেই হয়ে আসছে। বর্তমানেও ব্যাপক আকারে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ট্রেনিং-এর পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয় না। কারণ, যে সকল দ্রব্যাদি দিয়ে ট্রেনিং দেয়া হয় তার শতকরা পাঁচ ভাগও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরবরাহ করা হয় না। যুগ যুগ ধরে শুনে আসছি, শিশু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশুদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হয়। এতে শিশুরা অতি সহজেই বিষয় সম্বন্ধে বোধগম্য হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ কিছুটা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থাকলেও শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয়ার উপকরণ অপ্রতুল। বিজ্ঞান বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে যেরূপ কারিকুলাম ও শিক্ষাপোকরণ সরবরাহের প্রয়োজন, সেরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহের জন্যেও পৃথক কক্ষ ও শিক্ষার সরঞ্জামাদির প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সকলেরই মেধাশক্তি এক নয়। নানাবিধ উপায়ে উপকরণের মাধ্যমেই শিক্ষার সুযোগ পেলেই মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে।

টিউশনি, নকল প্রবণতা ও অন্যান্য দুর্নীতির জন্য শিক্ষক ও ছাত্র সমাজকে এককভাবে দায়ী করলে শিক্ষার সমস্যা সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতিপয় সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। প্রথমতঃ শিক্ষাখাতে অর্থনৈতিক সমস্যা দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সমূলে উচ্ছেদ। তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক অব্যবস্থাগুলো সমাধান। তাছাড়া অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে যা জরিপের মাধ্যমে বের করা যেতে পারে।

—শামসুল আলম